ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট

স্বামী বিবেকানন্দ

তৃতীয় সংস্করণ

ছয় আনা

প্রকাশক—স্বামী আত্মবোধানন্দ
উদ্বোধন কার্য্যালয়
১নং উদ্বোধন লেন, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শীল
শ্রীকৃষ্ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
২৭বি, গ্রে-ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট

(১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ক্যালিফোর্ণিয়ার অন্তর্গত লস এঞ্জেলিসে প্রদত্ত বক্তৃতা)

সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিল, আবার উহা পড়িয়া গেল। আবার আর এক তরঙ্গ উঠিল—হয়ত উহা পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবলতর—আবার উহার পতন হইল—আবার এইরূপে উঠিল। এইরূপে তরঙ্গের পর তরঙ্গ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। সংসারের ঘটনাপ্রবাহের মধ্যেও আমরা এইরূপ উত্থান পতন দেখিয়া থাকি, আর সাধারণতঃ আমরা উত্থানটার দিকেই দৃষ্টি করি—পতনটার দিকে সচরাচর আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। কিন্তু সংসারে এই উভয়েরই সার্থকতা আছে—উভয়ের কোনটিরই মূল্য কম নহে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রীতিই এই। কি চিন্তাজগতে, কি আমাদের পারিবারিক জগতে, কি সমাজে, কি আধ্যাত্মিক ব্যাপারে—সর্ব্বত্রই এই ক্রমগতি—সর্ব্বত্রই উত্থানপতন চলিয়াছে। এই কারণে ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে উচ্চতম ব্যাপারগুলি—উদার আদর্শসমূহ সময়ে সময়ে সমাজের মধ্যে প্রবল তরঙ্গাকার ধারণ করিয়া উত্থিত হয় ও সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আবার উহা ডুবিয়া যায়, লোকচক্ষুর সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হয়—যেন ঐ অতীত অবস্থার ভাবগুলিকে পরিপাক করিবার জন্য, উহাদিগকে রোমন্থন করিবার জন্য উহা কিছুকালের মত অদৃশ্য হয়, যেন ঐ ভাবগুলিকে সমগ্র সমাজে খাপ খাওয়াইবার জন্য, উহাদিগকে সমাজের ভিতর ধরিয়া রাখিবার জন্য, পুনরায় উঠিবার—

পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবলতর বেগে উঠিবার নিমিত্ত বলসঞ্চয়ের জন্য কিছুকাল উহা বিলুপ্তপ্রায় বোধ হয়।

বিভিন্ন জাতির ইতিহাস আলোচনা করিলেও চিরকালই এইরূপ উত্থানপতনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। যে মহাত্মার—যে ঈশ্বরাদেশ-বাহকের জীবনচরিত আমরা অদ্য অপরাহ্নে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তিনিও স্বজাতির ইতিহাসের এমন এক যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যাহাকে আমরা নিশ্চিতই মহাপতনের যুগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। তাঁহার উপদেশ ও কার্য্যকলাপের যে বিক্ষিপ্ত সামান্য বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, তাহা হইতে আমরা স্থানে স্থানে ইহার অল্পমাত্র আভাস প্রাপ্ত হই। বিক্ষিপ্ত সামান্য বিবরণ বলিলাম—কারণ, তাঁহার সম্বন্ধে কথিত এই বাক্য সম্পূর্ণ সত্য যে, তাঁহার সমুদয় উক্তি ও কার্য্যকলাপের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে পারিলে সমগ্র জগৎ তাহাতে পূর্ণ হইয়া যাইত। আর তাঁহার তিনবর্ষব্যাপী ধর্ম্মপ্রচারকালের মধ্যে যেন কত যুগের ঘটনা, কত যুগের ব্যাপার একত্র সংঘটিত হইয়াছে—সেগুলিকে প্রকাশ করিতে এই উনবিংশতি শতাব্দী লাগিয়াছে, আর কে জানে, সেগুলি সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হইতে আর কতদিন লাগিবে? আপনার আমার মত ক্ষুদ্র মানুষ অতি ক্ষুদ্র শক্তির আধার মাত্র। কয়েক মুহূর্ত্ত, কয়েক ঘণ্টা, বড় জোর কয়েক বর্ষ আমাদের সমুদয় শক্তিবিকাশের পক্ষে—উহার সম্পূর্ণ প্রসারের পক্ষে—পর্য্যাপ্ত। তারপর আর আমাদের কিছু শক্তি অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু আমাদের আলোচ্য মহাশক্তিধর পুরুষের কথা একবার ভাবিয়া দেখুন। শত শত শতাব্দী, শত শত যুগ চলিয়া গেল, কিন্তু তিনি জগতে যে শক্তি সঞ্চার করিয়া গেলেন,

এখনও তাহার প্রসারকার্য্যের বিরাম নাই, এখনও উহা পূর্ণভাবে ব্যয়িত হয় নাই। যতই যুগের পর যুগপ্রবাহ চলিয়াছে, ততই উহাও নব বলে বলীয়ান্ হইতেছে।

এক্ষণে দেখুন, যীশুখ্রীষ্টের জীবনে যাহা দেখিতে পান, তাহা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সমুদয় প্রাচীন ভাবের সমষ্টিস্বরূপ। ধরিতে গেলে একভাবে সকল ব্যক্তির জীবন, সকল ব্যক্তির চরিত্রই অতীত ভাব-সমূহের ফলস্বরূপ। সমগ্র জাতীয় জীবনের এই অতীত ভাবসমূহ—বংশানুক্রমিক সঞ্চরণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহ, শিক্ষা এবং নিজের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার হইতে প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতর আসিয়া থাকে। সুতরাং একভাবে প্রত্যেক জীবাত্মার ভিতরই সমগ্র পৃথিবীর, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় অতীত সম্পত্তি রহিয়াছে বলিতে হইবে। আমরা বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে যেরূপ, তাহা সেই অনন্ত অতীতের হস্তনির্ম্মিত কার্য্যস্বরূপ, ফলস্বরূপ বই আর কি? আমরা অনন্ত ঘটনা-প্রবাহে অনিবার্য্যরূপে পুরোভাগে অগ্রসর ও নিশ্চেষ্ট থাকিতে অসমর্থ ভাসমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গনিচয় ব্যতীত আর কি? প্রভেদ এই—আপনি আমি অতি ক্ষুদ্র বুদ্বুদস্বরূপ মাত্র। কিন্তু জাগতিক ঘটনানিচয়রূপ মহাসমুদ্রে কতকগুলি প্রবল তরঙ্গ থাকেই। আপনাতে আমাতে জাতীয় জীবনের অতীত ভাব অতি অল্পমাত্রই পরিস্ফুট হইয়াছে; কিন্তু এমন অনেক শক্তিমান্ পুরুষও আছেন, যাঁহারা যেন প্রায় সমগ্র অতীতের সাকার বিগ্রহস্বরূপ ও ভবিষ্যতের দিকেও সদা প্রসারিতকর। সমগ্র মানবজাতি যে অনন্ত উন্নতিপথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, ইঁহারা যেন সেই পথের পথনির্দ্দেশক স্তম্ভস্বরূপ। বাস্তবিক ইঁহারা এত বড় যে, ইঁহাদের ছায়ায় যেন

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে ঢাকিয়া ফেলে, আর ইঁহারা অনাদি অনন্তকাল অবিনাশিভাবে দণ্ডায়মান থাকেন। এই মহাপুরুষ যে বলিয়াছেন, "কোন ব্যক্তি ঈশ্বরতনয়ের ভিতর দিয়া ব্যতীত ঈশ্বরকে কখন দর্শন করে নাই", এ কথা অতি সত্য। ঈশ্বরতনয়ে ব্যতীত ঈশ্বরকে আমরা আর কোথায় দেখিব? ইহা খুব সত্য যে, আপনাতে, আমাতে, আমাদের মধ্যে অতি দীন হীন ব্যক্তিতে পর্য্যন্ত ঈশ্বর বিদ্যমান, ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব আমাদের সকলের মধ্যেই রহিয়াছে। কিন্তু যেমন আলোকের পরমাণুসকল সর্ব্বব্যাপী—সর্ব্বত্র স্পন্দনশীল হইলেও উহাদিগকে আমাদের দৃষ্টিপথে আনিতে হইলে প্রদীপ জ্বালিবার প্রয়োজন হয়, তদ্রূপ সেই সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চের সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর—জগতের সুমহান দীপাবলিস্বরূপ এই সকল প্রত্যাদিষ্ট পুরুষে, এই সকল নরদেবে, ঈশ্বরের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহস্বরূপ এই সকল অবতারে প্রতিবিম্বিত না হইলে আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতে পারেন না।

আমরা সকলেই ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি, কিন্তু আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না, আমরা তাঁহার ভাব ধারণা করিতে পারি না। কিন্তু এই সকল মহান জ্ঞানজ্যোতিঃসম্পন্ন ভগবানের অগ্রদূতগণের কোন একজনের চরিত্রের সহিত আপনার ঈশ্বরসম্বন্ধীয় উচ্চতম ধারণার তুলনা করুন দেখি। দেখিবেন, আপনার কল্পিত ঈশ্বর প্রত্যক্ষ জীবন্ত আদর্শ পুরুষ হইতে অনেকাংশে হীনতর, অবতারের, ঈশ্বরাদিষ্ট পুরুষের চরিত্র আপনার ধারণা হইতে বহু বহু ঊর্দ্ধে অবস্থিত। আদর্শের সাকারবিগ্রহস্বরূপ এই সকল পুরুষ ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া তাঁহাদের মহজ্জীবনের যে দৃষ্টান্ত আমাদের সমক্ষে ধরিয়াছেন, আপনারা তাহা হইতে ঈশ্বরের উচ্চতর

ধারণা করিতে কখনই সমর্থ হইবেন না। তাই যদি হয়, তবে জিজ্ঞাসা করি, এই সকল পুরুষকে ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করা কি অন্যায় কার্য্য? এই নরদেবগণের চরণে লুণ্ঠিত হইয়া তাঁহাদিগকে জগতের মধ্যে ঈশ্বরের একমাত্র সাকার-বিগ্রহস্বরূপে উপাসনা করা কি পাপ? যদি তাঁহারা প্রকৃত-পক্ষে আমাদের সর্ব্ববিধ ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ধারণা বা কল্পনা হইতে উচ্চতর হন, তবে তাঁহাদিগকে উপাসনা করিতে দোষ কি? ইহাতে যে শুধু দোষ নাই, তাহা নহে,• সাক্ষাৎ ঈশ্বরের উপাসনা কেবল এই ভাবেই সম্ভবপর হইতে পারে। আপনারা যতই চেষ্টা করুন না—পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের দ্বারাই চেষ্টা করুন বা স্থূল হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর বিষয়ে মন দিয়াই চেষ্টা করুন, যতদিন আপনারা মানবজগতের মধ্যে নরদেহে অবস্থিত, ততদিন আপনাদের উপলব্ধ সমগ্র জগৎই নরভাবাপন্ন, আপনাদের ধর্ম্মও মানবভাবে ভাবিত, আপনাদের ঈশ্বরও নরভাবাপন্ন। এরূপ না হইয়াই যাইতে পারে না। কে এমন বাতুল আছে যে, প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ উপলব্ধ বস্তুকে গ্রহণ করিয়া এমন বস্তুকে ত্যাগ না করিবে, যাহা কেবল কল্পনাগ্রাহ্য ভাববিশেষ মাত্র, যাহাকে সে ধরিতে ছুঁইতে পারে না, এবং স্থূল অবলম্বনের সহায়তা ব্যতীত যাহার নিকট অগ্রসর হওয়াই দুরূহ? সেই কারণে এই সকল ঈশ্বরাবতার সকল যুগে, সকল দেশেই পূজিত হইয়াছেন।

আমরা এক্ষণে য়াহুদীদিগের অবতার খ্রীষ্টের জীবনচরিতের একটু আধটু আলোচনা করিব। আমি পূর্ব্বে, একটি তরঙ্গের উত্থানের পর ও দ্বিতীয় তরঙ্গ উত্থানের পূর্ব্বে তরঙ্গের যে পতনাবস্থার

বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, খ্রীষ্টের জন্মকালে য়াহুদীদের সেই অবস্থা ছিল। উহাকে রক্ষণশীলতার অবস্থা বলিতে পারা যায়—ঐ অবস্থায় মানবাত্মা যেন চলিতে চলিতে কিছুকালের জন্য ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে—সে এতদিন ধরিয়া যাহা উপার্জ্জন করিয়াছে, তাহা রক্ষা করিতেই যেন ব্যগ্র! এ অবস্থায় জীবনের সার্ব্বভৌমিক ও মহান্ সমস্যাসমূহের দিকে মন না গিয়া খুঁটিনাটির দিকেই মনোযোগ অধিক থাকে; ঐ অবস্থায় যেন তরণী অগ্রসর না হইয়া নিশ্চলতায় অবস্থিত থাকে—উহাতে ক্রিয়াশীলতা অপেক্ষা অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হউক—এই ভাবে সহ্য করিয়া যাওয়ার ভাবই অধিক বিদ্যমান। এটি লক্ষ্য করিবেন, আমি এই অবস্থার নিন্দা করিতেছি না, আমাদের উহার উপর দোষারোপ করিবার কিছুমাত্র অধিকার নাই। কারণ, যদি এই পতনাবস্থা না ঘটিত, তবে নাজারেথবাসী যীশুতে যে পরবর্ত্তী উত্থান সাকার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল, তাহা অসম্ভব হইত। ফারিসি ও সাদিউসিগণ * হয়ত কপট ছিলেন, তাঁহারা এমন সকল বিষয় হয়ত করিতেন, যাহা তাঁহাদের করা উচিত ছিল না, হইতে পারে তাঁহারা ঘোর ধর্ম্মধ্বজী ও ভণ্ড ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা যেরূপই থাকুন না কেন, যীশুখ্রীষ্টরূপ কার্য্য বা ফল উৎপন্ন হইবার পক্ষে তাঁহারাই বীজ বা কারণস্বরূপ। যে শক্তিবেগ একদিকে ফারিসি ও সাদিউসিরূপে অভ্যুদিত

---

* Pharisee—যীশুখ্রীষ্টের অভ্যুদয়ের সমসাময়িক য়াহুদীদের এক ধর্ম্মসম্প্রদায়—ইহারা ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব অপেক্ষা বাহ্যবিধি অনুষ্ঠানাদি পালনেই অধিক আগ্রহ দেখাইতেন। Sadducee—ঐ সময়ের এক য়াহুদী সম্প্রদায়—ইহারা অভিজাত-বংশীয় ও সন্দেহবাদী ছিলেন।

হইয়াছিল, তাহাই অপরদিকে মহামনীষী নাজারেথবাসী যীশুরূপে প্রাদুর্ভূত হয়।

অনেক সময় আমরা বাহ্য ক্রিয়াকলাপাদির উপর—ধর্ম্মের অত খুঁটিনাটির উপর নজরকে হাসিয়া উড়াইয়া দিই বটে, কিন্তু উহাদের মধ্যেই ধর্ম্মজীবনের শক্তি অন্তর্নিহিত। অনেক সময় আমরা অত্যগ্রসর হইতে যাইয়া ধর্ম্মজীবনের শক্তি হারাইয়া ফেলি। দেখাও যায়, সাধারণতঃ উদার পুরুষগণ অপেক্ষা গোঁড়াদের মনের তেজ বেশী। সুতরাং গোঁড়াদের ভিতরও একটি মহৎ গুণ আছে—তাহাদের ভিতর যেন প্রবল শক্তিরাশি সংগৃহীত ও সঞ্চিত থাকে। ব্যক্তিবিশেষসম্বন্ধে যেমন, সমগ্র জাতি সম্বন্ধেও তদ্রূপ—জাতির ভিতরেও ঐরূপে শক্তি সংগৃহীত হইয়া সঞ্চিত থাকে। চতুর্দ্দিকে বাহ্য শত্রুদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া—রোমকদিগের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া এক কেন্দ্রে সম্নিবদ্ধ, এবং চিন্তাজগতে গ্রীক ভাবসমূহের দ্বারা এবং পারস্য, ভারত ও আলেকজান্দ্রিয়া হইতে আগত ভাব-তরঙ্গরাজির দ্বারা এক নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীতে, এক নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রে বিতাড়িত হইয়া—এইরূপে চতুর্দ্দিকে দৈহিক, মানসিক, নৈতিক—সর্ব্ববিধ শক্তিসমূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া এই য়াহুদীজাতি স্বাভাবিক প্রবল স্থিতিশীল শক্তিতে দণ্ডায়মান ছিল—ইহাদের বংশধরগণ আজও এই শক্তি হারায় নাই। আর উক্ত জাতি তাহার সমগ্র শক্তি জেরুজেলেম ও য়াহুদীর ধর্ম্মের উপর কেন্দ্রীভূত করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আর সকল শক্তিই একবার সঞ্চিত হইলে যেমন অধিকক্ষণ একস্থানে থাকিতে পারে না—উহা চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইয়া আপনাকে নিঃশেষ করে, ইহার সম্বন্ধেও তদ্রূপ ঘটিয়াছিল। পৃথিবীতে এমন

কোন শক্তি নাই, যাহাকে দীর্ঘকাল সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা যাইতে পারে। সুদূর ভবিষ্যৎযুগে প্রসারিত হইবে বলিয়া উহাকে অতি দীর্ঘকাল ধরিয়া একস্থানে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিতে পারা যায় না। য়াহুদী জাতির অভ্যন্তরে অবস্থিত এই সমষ্টিভূত শক্তি পরবর্ত্তী যুগে খ্রীষ্টধর্ম্মের অভ্যুদয়ে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোত আসিয়া মিলিত হইয়া একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী সৃজন করিল। এইরূপে ক্রমশঃ বহু ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর সম্মিলনে বিপুলকায়া তরঙ্গশালিনী মহানদের উৎপত্তি। ইহার প্রবল তরঙ্গের শুভ্র শীর্ষদেশে নাজারেথবাসী যীশু সমাসীন রহিয়াছেন। এইরূপে সকল মহাপুরুষই তাঁহাদের সমসাময়িক অবস্থাচক্রের ফলস্বরূপ, তাঁহাদের নিজ জাতির অতীতের ফলস্বরূপ; তাঁহারা আবার স্বয়ং ভবিষ্যৎযুগের স্রষ্টা। অতীত কারণ-সমষ্টির ফলস্বরূপ কার্য্যাবলি আবার ভাবী কার্য্যের কারণস্বরূপ হয়। আমাদের আলোচ্য মহাপুরুষসম্বন্ধেও একথা খাটে। তাঁহার নিজ জাতির মধ্যে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও মহত্তম, ঐ জাতি যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য শত শত যুগ ধরিয়া চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে, তাহাই তাঁহাতে সাকার বিগ্রহ ধারণ করিয়াছিল। আর তিনি স্বয়ং ভবিষ্যতের পক্ষে মহাশক্তির আধার স্বরূপ—শুধু তাঁহার নিজজাতির পক্ষে নহে, জগতের অন্যান্য অসংখ্য জাতির পক্ষেও তাঁহার জীবনের প্রেরণা মহাশক্তির বিকাশ করিয়াছে।

আর একটি বিষয় আমাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে যে, ঐ নাজারেথবাসী মহাপুরুষের বর্ণনা আমি প্রাচ্যদেশীয়গণের দৃষ্টি হইতে করিব। আপনারা ইহা অনেক সময়েই ভুলিয়া যান যে, তিনি

স্বয়ং একজন প্রাচ্যদেশীয় ছিলেন। তাঁহাকে আপনারা নীলনয়ন ও পীতকেশরূপে অঙ্কন ও বর্ণনায় যতই চেষ্টা করুন না, তথাপি তিনি যে একজন প্রাচ্যদেশীয় ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বাইবেলগ্রন্থে যে সকল উপমা ও রূপকের প্রয়োগ আছে, উহাতে যে সকল দৃশ্য ও স্থানের বর্ণনা আছে, উহার কবিত্ব, উহাতে অঙ্কিত চিত্রসমূহের ভাবভঙ্গী ও সন্নিবেশ এবং উহাতে বর্ণিত প্রতীক ও অনুষ্ঠানপদ্ধতি—এই সমুদয়ই প্রাচ্যভাবেরই সাক্ষ্য দিতেছে—উহাতে উজ্জ্বল আকাশ, উত্তাপ, প্রখর রবি এবং তৃষ্ণার্ত নরনারী ও জীবকুলের বর্ণনা—মেষপাল, কৃষককুল ও কৃষিকার্য্যের বর্ণনা—পনচাক্কি (water-mill), ঘটিযন্ত্র, পনচাক্কিসংলগ্ন সরোবর ও ঘরট্টের (পিষিবার জাঁতা) বর্ণনা—এই সকলগুলিই এখনও এসিয়াতে দেখিতে পাওয়া যায়।

এসিয়া চিরদিনই জগৎকে ধর্ম্মের বাণী শুনাইয়াছে—ইউরোপ চিরদিনই রাজনীতির বাণী ঘোষণা করিয়াছে। নিজ নিজ কার্য্য-ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই নিজ নিজ মহত্ত্ব দেখাইয়াছে। ইউরোপের ঐ বাণী আবার প্রাচীন গ্রীসের প্রতিধ্বনিমাত্র। নিজ সমাজই গ্রীকদের সর্ব্বস্ব ছিল। তদ্ব্যতীত অন্যান্য সকল সমাজই তাহাদের চক্ষে বর্ব্বর—তাহাদের মতে গ্রীক ব্যতীত আর কাহারও জগতে থাকিবার অধিকার নাই। তাহাদের মতে গ্রীকেরা যাহা করে, তাহাই ঠিক; জগতে আর যাহা কিছু আছে, তাহার কোনটিই ঠিক নহে—সুতরাং তাহাকে জগতে থাকিতে দেওয়া উচিত নয়। তাহাদের সহানুভূতি মানবজাতিতেই একান্ত সীমাবদ্ধ, সুতরাং উহা একান্ত স্বাভাবিক, আর সেই কারণেই গ্রীক সভ্যতা নানারূপ

কলাকৌশলময়। গ্রীক মন সম্পূর্ণরূপে ইহলোক লইয়াই ব্যাপৃত, সে এই জগতের বাহিরের কোন বিষয় স্বপ্নেও ভাবিতে চায় না। এমন কি, উহাদের কবিতা পর্য্যন্ত এই ব্যবহারিক জগৎকে লইয়া। উহাদের দেবদেবীগুলির কার্য্যকলাপ আলোচনা করিলে বোধ হয় যে তাঁহারা মানুষ, সম্পূর্ণরূপে মানব-প্রকৃতিবিশিষ্ট, সাধারণ মানব যেমন সুখে দুঃখে, হৃদয়ের নানা আবেগে উত্তেজিত হইয়া পড়েন, ইঁহারাও প্রায় তদ্রূপ। ইহারা সৌন্দর্য্য ভালবাসে বটে, কিন্তু এটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবেন যে, উহা বাহ্যপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য ছাড়া আর কিছুই নহে—বাহ্যজগতের শৈলরাশি, হিমানী ও কুসুমরাশির সৌন্দর্য্য ছাড়া আর কিছুই নহে—উহা বাহ্য অবয়বের, বাহ্য আকৃতির সৌন্দর্য্য ছাড়া আর কিছুই নহে। গ্রীকেরা নরনারীর মুখের, অধিকাংশ সময়ে নরনারীর আকৃতির সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইত। আর এই গ্রীকগণই পরবর্ত্তী যুগের ইউরোপের শিক্ষাগুরু বলিয়া ইউরোপ গ্রীসের বাণীরই প্রতিধ্বনি করিতেছে।

এসিয়ায় আবার অন্যপ্রকৃতি লোকের আবাস। উক্ত প্রকাণ্ড মহাদেশের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখুন—কোথাও শৈলমালার চূড়াগুলি অভ্র ভেদ করিয়া নীল গগনচন্দ্রাতপকে যেন প্রায় স্পর্শ করিতেছে; কোথাও প্রকাণ্ড মরুভূমিসমূহ ক্রোশের পর ক্রোশ ধরিয়া চলিয়াছে—যেখানে এক বিন্দু জল পাইবার সম্ভাবনা নাই, একটি তৃণও যথায় উৎপন্ন হয় না; কোথাও নিবিড় অরণ্যানী বিরাজমান—উহাও ক্রোশের পর ক্রোশ ধরিয়া চলিয়াছে—যেন ফুরাইবার নাম নাই; আবার কোথাও বা বিপুলকায়া স্রোতস্বতী-সমূহ প্রবলবেগে সমুদ্রাভিমুখে ধাবমান। চতুর্দ্দিকে প্রকৃতির এই

সকল মহিমময় দৃশ্যে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রাচ্যদেশবাসীর সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের প্রতি ভালবাসা এক সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে বিকাশপ্রাপ্ত হইল। উহা বহির্দ্দৃষ্টি ত্যাগ করিয়া অন্তর্দ্দৃষ্টিপরায়ণ হইল। কোথায়ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যসম্ভোগের অদম্য তৃষ্ণা, প্রকৃতির উপর আধিপত্যের তীব্র পিপাসা বিদ্যমান—তথায়ও উন্নতির জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান—গ্রীকেরা যেমন অপর জাতিসমূহকে বর্ব্বর বলিয়া ঘৃণা করিত, তথায়ও সেই ভেদবুদ্ধি, সেই ঘৃণার ভাব বিদ্যমান। কিন্তু তথায় জাতীয় ভাবের পরিধি অধিকতর বিস্তৃত। এসিয়ায় আজও জন্ম, বর্ণ বা ভাষা লইয়া জাতি সংগঠিত হয় না। তথায় একধর্ম্মাবলম্বী হইলেই এক জাতি হয়। সমুদয় খ্রীষ্টিয়ান মিলিয়া এক জাতি, সমুদয় মুসলমান মিলিয়া এক জাতি, সমুদয় বৌদ্ধ মিলিয়া এক জাতি, সমুদয় হিন্দু মিলিয়া এক জাতি। একজন বৌদ্ধ চীনদেশবাসী, এবং অপর একজন পারস্যদেশবাসীই হউক না কেন, যেহেতু উভয়ে একধর্ম্মাবলম্বী, সেই হেতু তাহারা পরস্পরকে ভাই ভাই বলিয়া মনে করিয়া থাকে। তথায় ধর্ম্মই মানবজাতির পরস্পরের বন্ধনস্বরূপ, উহাই মানবের সম্মিলনভূমি। আর ঐ পূর্ব্বোক্ত কারণেই প্রাচ্যদেশীয়গণ পরোক্ষপ্রিয়—তাহারা জন্ম হইতেই বাস্তব জগৎ ছাড়িয়া স্বপ্নজগতে থাকিতেই ভালবাসে। জলপ্রপাতের মধুর তরতর পতনশব্দ, বিহগকুলের কাকলী, সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, এমন কি, সমগ্র জগতের সৌন্দর্য্য যে পরম মনোরম ও উপভোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রাচ্যমনের পক্ষে উহাই পর্য্যাপ্ত নহে—উহা অতীন্দ্রিয়রাজ্যের ভাবে ভাবুক হইতে চায়। সে বর্ত্তমানের—ইহ-জগতের—গণ্ডী ভেদ করিয়া তাহার অতীতপ্রদেশে যাইতে চায়।

বর্ত্তমান—প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ তাহার পক্ষে যেন কিছুই নয়। প্রাচ্য ভূভাগ যুগযুগান্তর ধরিয়া সমগ্র মানবজাতির শৈশবশয্যাস্বরূপ রহিয়াছে—তথায় ভাগ্যচক্রের সর্ব্ববিধ পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় এক রাজ্যের পর অপর রাজ্যের অভ্যুদয়, এক সাম্রাজ্য নষ্ট হইয়া অপর সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হইয়াছে, মানবীয় ঐশ্বর্য্যবৈভব, গৌরব, শক্তি—সবই এখানে গড়াগড়ি যাইতেছে—যেন বিদ্যা, ঐশ্বর্য্যবৈভব, সাম্রাজ্য- সমুদয়ের সমাধিভূমি—ইহাই প্রাচ্যভূমির পরিচয়। সুতরাং প্রাচ্যদেশীয়গণ যে এই জগতের সমুদয় পদার্থকেই ঘৃণার চক্ষে দেখেন এবং স্বভাবতঃই এমন কিছু বস্তু দর্শন করিতে চান, যাহা অপরিণামী, অবিনাশী, এবং এই দুঃখ ও মৃত্যুপূর্ণ জগতের মধ্যে নিত্য, আনন্দময় ও অমর—ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। প্রাচ্যদেশীয় মহাপুরুষগণ এই আদর্শের বিষয় ঘোষণা করিতে কখন ক্লান্তিবোধ করেন না। আর জগতের সকল অবতার ও মহাপুরুষগণের উদ্ভবস্থানসম্বন্ধেও আপনারা স্মরণ রাখিবেন যে, ইঁহাদের সকলেই প্রাচ্যদেশীয়, কেহই অন্য দেশের লোক নহেন।

আমরা আমাদের আলোচ্য মহাপুরুষের প্রথম মূলমন্ত্রই এই দেখিতে পাই যে, এ জীবন কিছুই নহে, ইহা হইতে উচ্চতর আরও কিছু আছে; আর তিনি ঐ অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব জীবনে পরিণত করিয়া তিনি যে যথার্থ প্রাচ্য দেশের সন্তান, তাহার পরিচয় দিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশের লোক আপনাদের নিজ কার্য্যক্ষেত্রে অর্থাৎ সামরিক ব্যাপারে, রাষ্ট্রনৈতিকবিভাগের পরিচালনে ও তথাবিধ অন্যান্য ব্যাপারে আপনাদের কৃতকর্ম্মতার পরিচয় দিয়াছেন। হয়ত প্রাচ্যদেশীয়গণ ওসকল বিষয়ে নিজেদের কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন

নাই, কিন্তু তাঁহারা নিজ নিজ কার্য্যক্ষেত্রে সফল—তাঁহারা ধর্ম্মকে নিজেদের জীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন—কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন। তিনি যদি কোন দর্শন প্রচার করেন, তবে দেখিবেন, কাল শত শত লোক আসিয়া প্রাণপণে নিজেদের জীবনে উহা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিবে। যদি কোন ব্যক্তি প্রচার করেন যে, এক পায়ে দাঁড়াইয়া থাকিলে তাহাতেই মুক্তি হইবে, তিনি তখনই এমন পাঁচ শত অনুবর্ত্তী পাইবেন, যাহারা এক পায়ে দাঁড়াইয়া থাকিতে প্রস্তুত হইবে। আপনারা ইহাকে উপহাসাস্পদ কথা বলিতে পারেন, কিন্তু জানিবেন, ইহার পশ্চাতে তাহাদের জীবনের মূলমন্ত্র বিদ্যমান—তাহারা যে ধর্ম্মকে কেবল বিচারের বস্তু না ভাবিয়া উহাকে জীবনে উপলব্ধি করিবার—কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করে, ইহাতে তাহার আভাস ও পরিচয় পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য দেশে মুক্তির যে সকল বিবিধ উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা বুদ্ধিবৃত্তির ব্যায়াম মাত্র, উহাদিগকে কোনকালে কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করা হয় না। পাশ্চাত্যদেশে যে প্রচারক উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিতে পারেন, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মোপদেষ্টারূপে পরিগণিত হইয়া থাকেন।

অতএব আমরা দেখিতেছি, প্রথমতঃ, এই নাজারেথবাসী যীশু প্রকৃতপক্ষেই প্রাচ্যদেশীয়দের ভাবে সম্পূর্ণ ভাবিত ছিলেন। তাঁহার এই নশ্বর জগৎ ও ইহার নশ্বর ঐশ্বর্য্যে আদৌ আস্থা ছিল না। বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য জগতে যেরূপ শাস্ত্রীয় বাক্যের টানিয়া বুনিয়া ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা দেখা যায়, (এত টানাটানি করা হয় যে, আর টানিয়া বাড়ান চলে না—শাস্ত্র বাক্যগুলি ত আর রবার

নহে যে, যত ইচ্ছা টানিয়া বাড়ান যাইবে, আর উহারও একটা সীমা আছে) তাহার কোন প্রয়োজন নাই। ধর্ম্মকে বর্ত্তমানকালের ইন্দ্রিয়সর্ব্বস্বতার সহায়কস্বরূপ করিয়া লওয়া কথনই উচিত নহে। এটি বেশ বুঝিবেন যে, আমাদিগকে সরল ও অকপট হইতে হইবে। যদি আমাদের আদর্শ অনুসরণ কবিবাব শক্তি না থাকে, তবে আমরা যেন আমাদের দুর্ব্বলতা স্বীকার করিয়া লই, কিন্তু আদর্শকে যেন কথন খাট না করি—কেহ যেন আদর্শটিকেই একেবারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিবার চেষ্টা না করেন। পাশ্চাত্য জাতিগণ খ্রীষ্টের জীবনের যে নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ দিয়া থাকেন, তাহা শুনিলে হৃদয় অবসন্ন হইয়া আসে। ইহাদেব বর্ণনা হইতে তিনি যে কি ছিলেন, কি না ছিলেন, কিছুই বুঝিতে পারি না। কেহ কেহ তাঁহাকে একজন মহা রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কেহ বা তাঁহাকে একজন সেনাপতি বলিয়া, অপর একজন স্বদেশহিতৈষী য়াহুদী, অপরে বা তাঁহাকে অন্যরূপ একটা কিছু প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বাইবেল গ্রন্থে কি এমন কোন কথা আছে, যাহাতে আমাদেব উক্তবিধ সিদ্ধান্তগুলির যাথার্থ্য ও ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করে? একজন শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাচার্য্যের জীবনের ও উপদেশেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্য তাঁহার নিজের জীবন। এক্ষণে যীশু তাঁহার নিজের সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, শুনুন। "শৃগালেরও একটা গর্ত্ত থাকে, আকাশচাবী বিহঙ্গগণেরও নীড় আছে, কিন্তু মানবপুত্রের (যীশুর) মাথা গুঁজিবার এতটুকু স্থান নাই।" যীশুখ্রীষ্ট স্বয়ং এইরূপ ত্যাগী ও বৈরাগ্যবান্ ছিলেন, তবে তাঁহার উপদেশ ও শিক্ষা এই যে, এই ত্যাগবৈরাগ্যই মুক্তির

একমাত্র পথ—তিনি মুক্তির আর কোন পথ প্রদর্শন করেন নাই। আমরা যেন দন্তে তৃণ লইয়া বিনীতভাবে স্বীকার করি যে, আমাদের এইরূপ ত্যাগবৈরাগ্যের শক্তি নাই। আমাদের এখনও 'আমি' ও 'আমার'—ইহাদের উপর ঘোর আসক্তি বর্ত্তমান। আমরা ধন ঐশ্বর্য্য বিষয়—এই সব চাই। আমাদিগকে ধিক্—আমরা যেন আমাদের দুর্ব্বলতা স্বীকার করি, কিন্তু যীশুখ্রীষ্টকে অন্যরূপে বর্ণনা করিয়া মানবজাতির এই মহান্ আচার্য্যকে লোকচক্ষে হীন প্রতিপন্ন করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। তাঁহার পারিবারিক বন্ধন কিছু ছিল না। আপনারা কি মনে করেন, এই ব্যক্তির ভিতর কোন সাংসারিক ভাব ছিল? আপনারা কি ভাবেন, জ্ঞানজ্যোতির পরম আধারস্বরূপ, এই অমানব স্বয়ং ঈশ্বর জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন পশুজাতির সমধর্ম্মী হইবার জন্য? তথাপি লোকে তাঁহার উপদেশ বলিয়া যা তা প্রচার করিয়া থাকে। তাঁহার স্ত্রীপুরুষ ভেদজ্ঞান ছিল না—তিনি আপনাকে লিঙ্গোপাধিরহিত আত্মা বলিয়া জানিতেন। তিনি জানিতেন, তিনি শুদ্ধ আত্মাস্বরূপ—কেবল দেহে অবস্থিত হইয়া মানবজাতির কল্যাণের জন্য দেহকে পরিচালন করিতেছেন মাত্র—দেহের সঙ্গে তাঁহার শুধু ঐটুকুমাত্র সম্পর্ক ছিল। আত্মাতে কোনরূপ লিঙ্গভেদ নাই। বিদেহ আত্মার পাশব ভাবের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই—দেহের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। অবশ্য এইরূপ ত্যাগের ভাব হইতে আমরা এখন বহুদূরে অবস্থিত হইতে পারি, হইলামই বা—কিন্তু আমাদের আদর্শটিকে বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। আমরা যেন স্পষ্ট স্বীকার করি যে, ত্যাগই আমাদের আদর্শ, কিন্তু আমরা ঐ আদর্শের নিকট পঁহুছিতে এখনও অক্ষম।

তিনি যে শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-আত্মাস্বরূপ—এই তত্ত্ব উপলব্ধি ব্যতীত তাঁহার জীবনে আর কোন কার্য্য ছিল না, আর কোন চিন্তা ছিল না। তিনি বাস্তবিকই বিদেহ শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-আত্মাস্বরূপ ছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি তাঁহার অদ্ভুত দিব্যদৃষ্টিসহায়ে ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক নরনারী, সে য়াহুদী হউক বা অন্য জাতিই হউক, ধনী দরিদ্র, সাধু অসাধু—সকলেই তাঁহারই ন্যায় সেই এক অবিনাশী আত্মাস্বরূপ বই আর কিছুই নহে। সুতরাং তাঁহার সমগ্র জীবনে এই একমাত্র কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি সমগ্র মানবজাতিকে তাহাদের আপন আপন যথার্থ শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, "তোমরা দীনহীন, এই কুসংস্কারময় স্বপ্ন ছাড়িয়া দাও। মনে করিও না যে, অপরে তোমাদিগকে দাসবৎ পদদলিত এবং উৎপীড়িত করিতেছে, কারণ তোমাদের মধ্যে এমন এক বস্তু রহিয়াছে যাহার উপর কোন অত্যাচার করা চলে না, যাহাকে পদদলিত করা যায় না, যাহাকে কোন মতে বিনাশ করিতে বা কোনরূপ কষ্ট দিতে পারা যায় না।" আপনারা সকলেই ঈশ্বরতনয়, সকলেই অমর আত্মাস্বরূপ। তিনি এই মহাবাণী জগতে ঘোষণা করিয়াছেন —"জানিও, স্বর্গরাজ্য তোমার অভ্যন্তরেই অবস্থিত।"—"আমি ও আমার পিতা অভেদ।" নাজারেথবাসী যীশু এই সব কথাই বলিয়াছেন। তিনি এই সংসারের কথা বা এই দেহের বিষয় কখনও বলেন নাই। জগতের সঙ্গে তাঁহার কোন সম্বন্ধই ছিল না—এইটুকু মাত্র সম্পর্ক ছিল যে, উহাকে ধরিয়া তিনি সম্মুখে খানিকটা অগ্রসর করিয়া দিবেন—আর ক্রমাগত উহাকে অগ্রসর

করিতে থাকিবেন, যতদিন না সমগ্র জগৎ সেই পরম জ্যোতির্ম্ময় পরমেশ্বরের নিকট পঁহুছিতেছে, যতদিন না প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বরূপ উপলব্ধি করিতেছে, যতদিন না দুঃখকষ্ট ও মৃত্যু জগৎ হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাসিত হইতেছে।

তাঁহার জীবনচরিত সম্বন্ধে যে সকল বিভিন্ন পরস্পর-বিরোধী আখ্যান লিখিত হইয়াছে, তাহা আমরা পাঠ করিয়াছি। খ্রীষ্টের জীবনচরিতের সমালোচক পণ্ডিতবর্গ ও তাঁহাদের গ্রন্থাবলি এবং "উচ্চতর সমালোচনা" * নামধেয় সাহিত্যরাশির সহিতও আমরা পরিচিত। আর নানা গ্রন্থ আলোচনা দ্বারা পণ্ডিতেরা যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাও আমরা জানি। বাইবেলের নিউ টেষ্টামেণ্ট অংশ কতটা সত্য, অথবা উহাতে বর্ণিত যীশুখ্রীষ্টের জীবনচরিত কতটা ঐতিহাসিক সত্যের সহিত মিলে, এ সকল বিষয় বিচারার্থ অদ্য আমরা এখানে সমাগত হই নাই। যীশুখ্রীষ্টের জন্মিবার পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে নিউ টেষ্টামেণ্ট লিখিত হইয়াছিল কি না, অথবা যীশুখ্রীষ্টের জীবনচরিতের কতটা অংশ সত্য, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। কিন্তু ঐ সকল লেখার পশ্চাতে এমন কিছু আছে যাহা অবশ্য সত্য, এমন কিছু আছে, যাহা আমাদের অনুকরণের যোগ্য। মিথ্যা কথা বলিতে হইলে, সত্যেরই নকল করিতে হয়, এবং ঐ সত্যটির বাস্তবিকই সত্তা

---

* Higher বা Historical Criticism :—ইতিহাস ও সাহিত্যের দিক হইতে বাইবেলগ্রন্থের বিভিন্নাংশের রচনা, রচনাকাল ও প্রামাণিকতা সম্বন্ধে বিচার-সম্বলিত সাহিত্যরাশি উক্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উহা Textual or Verbal Criticism অর্থাৎ বাইবেলের শ্লোকাবলি ও শব্দরাশি-সম্বন্ধীয় বিচার হইতে পৃথক্ ও উচ্চতর বলিয়া Higher Criticism নামে অভিহিত।

আছে। যাহার বাস্তবিক সত্তা কোন কালে ছিল না তাহার নকল করা চলে না। যাহা আপনারা কোন কালে কথনও উপলব্ধি করেন নাই, তাহার কথনই অনুকরণ করিতে পারেন না। সুতরাং ইহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, বাইবেলের বর্ণনা অতিরঞ্জিত স্বীকার করিলেও, ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, ঐ কল্পনারও অবশ্যই কিছু ভিত্তি ছিল,—নিশ্চিত সেই সময়ে জগতে এক মহাশক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল—আধ্যাত্মিক শক্তির এক অপূর্ব্ব বিকাশ হইয়াছিল—এবং সেই মহা আধ্যাত্মিক শক্তি সম্বন্ধেই অদ্য আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। ঐ মহাশক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে যথন আমাদের কিঞ্চিন্মাত্রও সন্দেহ নাই, তথন আমাদের পণ্ডিতকুলের সমালোচনায় ভয় পাইবার কোন কারণ নাই। যদি প্রাচ্যদেশীয়দের ন্যায় আমাকে এই নাজারেথবাসী যীশুর উপাসনা করিতে হয়, তবে একটিমাত্র ভাবেই আমি তাঁহার উপাসনা করিতে পারিব, অর্থাৎ আমায় তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়াই উপাসনা করিতে হইবে, অন্য কোনরূপে আমার তাঁহাকে উপাসনা করিবার উপায় নাই। আপনারা কি বলিতে চান, আমাদের তাঁহাকে উপাসনা করিবার অধিকার নাই? যদি আমরা তাঁহাকে আমাদের সমান ভূমিতে টানিয়া আনিয়া তাঁহাকে কেবল একজন মহাপুরুষমাত্র বলিয়া একটু সম্মান দেখাই, তবে আর আমাদের তাঁহাকে উপাসনা করিবারই বা প্রয়োজন কি? আমাদের শাস্ত্র বলেন,—"এই জ্যোতির তনয়গণ, যাঁহাদের ভিতর দিয়া সেই ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়, যাঁহারা স্বয়ং সেই জ্যোতিঃস্বরূপ, তাঁহারা উপাসিত হইলে যেন আমাদের সহিত

তাদাত্ম্যভাব প্রাপ্ত হন এবং আমরাও তাঁহাদের সহিত এক হইয়া যাই।"

কারণ, আপনারা এটি লক্ষ্য করিবেন যে, মানব ত্রিবিধভাবে ঈশ্বরোপলব্ধি করিয়া থাকে। প্রথমাবস্থায় অশিক্ষিত মানবের অপরিণত বুদ্ধিতে বোধ হয় যে, ঈশ্বর বহুদূরে—ঊর্দ্ধে স্বর্গনামক স্থানবিশেষে সিংহাসনে পাপপুণ্যের মহাবিচারকরূপে সমাসীন রহিয়াছেন। লোকে তাঁহাকে "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং" স্বরূপে দর্শন করে। ঈশ্বর সম্বন্ধীয় এবংবিধ ধারণাও ভাল, ইহাতে মন্দ কিছুই নাই। আপনাদের বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিত যে, মানব মিথ্যা হইতে, ভ্রম হইতে সত্যে অগ্রসর হয়, তাহা নহে, এক সত্য হইতে ক্রমে অপর সত্যে আরোহণ করিয়া থাকে। যদি আপনারা পছন্দ করেন ত বলিতে পারেন, নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে আরোহণ করিয়া থাকে, কিন্তু ভ্রম হইতে, মিথ্যা হইতে সত্যে গমন করে, একথা কখনই বলিতে পারেন না। মনে করুন, আপনি এখান হইতে সূর্য্যাভিমুখে সরলরেখায় অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এখান হইতে সূর্য্যকে অতি ক্ষুদ্রাকার দেখায়। মনে করুন, আপনি এখান হইতে দশ লক্ষ মাইল অগ্রসর হইলেন—সেখানে গিয়া সূর্য্যকে এখানকার অপেক্ষা বৃহত্তর আকারে দেখিবেন। যতই অগ্রসর হইবেন, ততই উহাকে বৃহত্তররূপে দেখিতে থাকিবেন। মনে করুন, এইরূপ বিভিন্ন স্থান হইতে সূর্য্যের বিশ সহস্র আলোকচিত্র গ্রহণ করা গেল—ইহাদের প্রত্যেকটিই যে অপরটি হইতে পৃথক্ হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু উহাদের সকলগুলি যে সেই এক

সূর্য্যেরই আলোকচিত্র, ইহা কি আপনি অস্বীকার করিতে পারেন? এইরূপ উচ্চতর বা নিম্নতর সর্ব্ববিধ ধর্ম্মপ্রণালীই সেই অনন্ত জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বরের নিকট পঁহুছিবার বিভিন্ন সোপানাবলি মাত্র। কোন কোন ধর্ম্মে ঈশ্বরের ধারণা নিম্নতর, কোন কোন ধর্ম্মে উচ্চতর—এইমাত্র প্রভেদ। এই কারণেই সমগ্র জগতের গভীর-চিন্তাক্ষম জনসাধারণের ধর্ম্মে, ব্রহ্মাণ্ডের বহির্দ্দেশে স্বর্গনামক স্থানবিশেষে অবস্থান করিয়া জগৎ-শাসনকারী, পুণ্যবানের পুরস্কার ও পাপীর দণ্ডদাতা এবং এতদ্বিধ অন্যান্য গুণসম্পন্ন ঈশ্বরের ধারণা থাকিবেই এবং বরাবরই রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। মানব অধ্যাত্মরাজ্যে যতই অগ্রসর হয়, ততই সে উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করে যে, যে ঈশ্বরকে সে এতদিন স্বর্গনামক স্থানবিশেষে সীমাবদ্ধ মনে করিতেছিল, তিনি প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বব্যাপী, তিনি নিশ্চয় সর্ব্বত্র অবস্থিত, তিনি দূরে অবস্থিত নহেন, তিনি তাহারই মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তিনি স্পষ্টতঃই সকল আত্মার অন্তরাত্মাস্বরূপ। যেমন আমার আত্মা আমার দেহকে পরিচালনা করিতেছেন, তদ্রূপ ঈশ্বর আমার আত্মারও পরিচালক, আত্মারও নিয়ন্তাস্বরূপ—তিনি আমাদের আত্মার মধ্যে অন্তরাত্মাস্বরূপ। আবার কতকগুলি ব্যক্তি এতদূর চিত্তশুদ্ধি সাধন করিলেন ও আধ্যাত্মিকতায় এতদূর অগ্রসর হইলেন যে, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত ধারণা অতিক্রম করিয়া, আরও অগ্রসর হইয়া অবশেষে ঈশ্বরলাভ করিলেন। বাই-বেলের নিউ টেষ্টামেণ্টে নিম্নলিখিত বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়,—"পবিত্রচেতা ব্যক্তিগণ ধন্য, কারণ, তাঁহারা ঈশ্বরদর্শন করিবেন। আর অবশেষে তাঁহারা দেখিলেন, তাঁহারা এবং পিতা ঈশ্বর অভিন্ন।"

আপনারা দেখিবেন, বাইবেলের নিউ টেষ্টামেণ্ট অংশে ধর্ম্মাচার্য্য উক্ত ত্রিবিধ সোপানের উপযোগী সাধন শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তিনি যে 'সাধারণ প্রার্থনা' (Common Prayer) শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, সেইটি লক্ষ্য করিয়া দেখুন—"হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ, তোমার নাম জয়যুক্ত হউক" ইত্যাদি। ইহা সাদাসিধা ভাবের প্রার্থনা, শিশুর প্রার্থনা। এটি লক্ষ্য করিবেন যে, ইহা "সাধারণ প্রার্থনা"; কারণ, ইহা অশিক্ষিত জনসাধারণের জন্য বিহিত। অপেক্ষাকৃত উচ্চতর ব্যক্তিদের জন্য, যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত অবস্থা হইতে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের জন্য তিনি অপেক্ষাকৃত উন্নত সাধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার নিম্নলিখিত উক্তিতে তাহার আভাস পাওয়া যায়—"আমি আমার পিতাতে, তোমরা আমাতে, এবং আমি তোমাদিগের মধ্যে বর্ত্তমান।" স্মরণ হইতেছে ত? আর যখন য়াহুদীরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—আপনি কে, তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন,—"আমি ও আমার পিতা এক।" য়াহুদীরা মনে করিয়াছিল, তিনি ঈশ্বরের সহিত আপনাকে অভিন্ন ঘোষণা করিয়া ঘোরতর ভগবন্নিন্দা করিতেছেন। কিন্তু তিনি উক্ত বাক্য কি উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন? একই কথা আমাদের ভবিষ্যদ্দর্শী মহাপুরুষগণও বলিয়া গিয়াছেন—"তোমরা সকলেই দেব বা ঈশ্বর—তোমরা সকলেই সেই পরাৎপর পুরুষের সন্তান।" অতএব দেখুন, বাইবেলেও এই ত্রিবিধ সোপান স্পষ্টরূপে উপদিষ্ট রহিয়াছে, আর আপনারা ইহাও দেখিবেন যে, আপনাদের পক্ষে উক্ত প্রথম সোপান হইতে আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে শেষ সোপানে গমন করাই অপেক্ষাকৃত সহজ।

এই ঈশ্বরের অগ্রদূত, এই সুসমাচারবাহক যীশু সত্যলাভের পথ দেখাইতে আসিয়াছিলেন। তিনি দেখাইতে আসিয়াছিলেন যে, নানারূপ অনুষ্ঠান ক্রিয়াকলাপাদির দ্বারা সেই যথার্থ তত্ত্ব—আত্মতত্ত্ব লাভ হয় না; দেখাইতে আসিয়াছিলেন যে, নানাবিধ কূট, জটিল দার্শনিক বিচারের দ্বারা সেই আত্মতত্ত্ব লাভ হয় না। আপনার যদি কিছুমাত্র বিদ্যা না থাকে, সে ত বরং আরও ভাল; আপনি সারা জীবনে যদি একখানি বইও না পড়িয়া থাকেন, সে ত আরও ভাল কথা। এ সকল আপনার মুক্তির জন্য একেবারেই আবশ্যক নহে, মুক্তিলাভের জন্য ঐশ্বর্য্য, বৈভব, উচ্চপদ বা প্রভুত্বের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই—এমন কি, পাণ্ডিত্যেরও কিছু প্রয়োজন নাই। কেবল একটি জিনিসের প্রয়োজন—তাহা এই—পবিত্রতা—চিত্তশুদ্ধি। "পবিত্রাত্মা বা শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণ ধন্য,"—কারণ আত্মা স্বয়ং শুদ্ধস্বভাব। উহা অন্যরূপ অর্থাৎ অশুদ্ধ কিরূপে হইতে পারে? উহা ঈশ্বরপ্রসূত—ঈশ্বর হইতে উহার আবির্ভাব। বাইবেলের ভাষায়, উহা "ঈশ্বরের নিঃশ্বাসস্বরূপ,' কোরানের ভাষায়, উহা "ঈশ্বরের আত্মাস্বরূপ।" আপনারা কি বলিতে চান, এই ঈশ্বরাত্মা কখনও অপবিত্র হইতে পারে? কিন্তু হায়, আমাদেরই শুভাশুভ কর্ম্মের দ্বারা উহা যেন শত শত শতাব্দীর ধূলি ও মলের দ্বারা আবৃত হইয়াছে। নানাবিধ অন্যায় কর্ম্ম, নানাবিধ অশুভ কর্ম্ম সেই আত্মাকে শত শত শতাব্দীর অজ্ঞানরূপ ধূলি ও মলিনতা দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। আবশ্যক কেবল ঐ ধূলি ও মল অপসারণ,—তাহা হইলেই তৎক্ষণাৎ আত্মা আপন প্রভায় উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হইতে থাকিবে। "শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিরা

ধন্য, কারণ, তাহারা ঈশ্বরদর্শন করিবে।" "স্বর্গরাজ্য তোমাদের অভ্যন্তরেই বিরাজমান।" সেই নাজারেথবাসী যীশু আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "যখন সেই স্বর্গরাজ্য এখানেই, তোমাদের ভিতরেই রহিয়াছে, তখন আবার উহার অন্বেষণের জন্য কোথায় যাইতেছ? আত্মার উপরিভাগে যে মলিনতা সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা পরিষ্কার করিয়া ফেল, উহা এখানেই বর্ত্তমান দেখিতে পাইবে। উহা পূর্ব্ব হইতেই তোমার সম্পত্তি। যাহা তোমার নহে, তাহা তুমি কি করিয়া পাইবে? উহা তোমার জন্মপ্রাপ্ত অধিকারস্বরূপ। তোমরা অমৃতের অধিকারী, সেই নিত্য সনাতন পিতার তনয়।"

ইহাই সেই সুসমাচারবাহী যীশুখ্রীষ্টের মহতী শিক্ষা—তাঁহার অপর শিক্ষা—ত্যাগ: উহাই সকল ধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ। আত্মাকে বিশুদ্ধ কি করিয়া করিবে? ত্যাগের দ্বারা। জনৈক ধনী যুবক যীশুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"প্রভু, অনন্ত জীবন লাভ করিবার জন্য আমাকে কি করিতে হইবে?" যীশু তাঁহাকে বলিলেন,—"তোমার এখনও একটি বিষয়ে অভাব আছে। বাড়ী যাও, তোমার যাহা কিছু আছে সব বিক্রয় কর, এবং ঐ বিক্রয়লব্ধ অর্থ দরিদ্রদিগকে দান কর—তাহা হইলে স্বর্গে তুমি অক্ষয় সম্পদ্ সঞ্চয় করিবে। তার পর আস, এবং ক্রুস গ্রহণ করিয়া আমার অনুসরণ কর।" ধনী যুবকটি যীশুর এই উপদেশে দুঃখিত হইল এবং বিষণ্ণ হইয়া চলিয়া গেল, কারণ, তাহার অগাধ সম্পত্তি ছিল। আমরা সকলেই অল্পবিস্তর ঐ ধনী যুবকের মত। দিবারাত্র আমাদের কর্ণে সেই মহাবাণী ধ্বনিত হইতেছে। আমাদের সুখস্বচ্ছন্দতার মধ্যে, সাংসারিক বিষয়ভোগের মধ্যে আমরা মনে করি, আমরা

জীবনের উচ্চতর লক্ষ্য সব ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু উহার মধ্যেই হঠাৎ এক মুহূর্ত্তের বিরাম আসিল—সেই মহাবাণী আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হইতে লাগিল,—"তোমার যাহা কিছু আছে, সব ত্যাগ করিয়া আমার অনুসরণ কর।" "যে কোন ব্যক্তি নিজের জীবনরক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিবে, সে উহা হারাইবে, আর যে আমার জন্য নিজের জীবন হারাইবে, সে উহা পাইবে।" কারণ, যে কোন ব্যক্তি তাঁহার জন্য এই জীবন বিসর্জ্জন করিবে, সে অমৃতত্ব লাভ করিবে। আমাদের সর্ব্ববিধ দুর্ব্বলতার মধ্যে—সর্ব্ববিধ কার্য্যকলাপের মধ্যে ক্ষণকালের জন্য কথনও কথনও যেন একটু বিরাম আসিয়া উপস্থিত হয়, আর সেই মহাবাণী আমাদের কর্ণে ঘোষিত হইতে থাকে,—"তোমার যাহা কিছু আছে সব ত্যাগ করিয়া দরিদ্রদিগকে উহা দান কর এবং আমার অনুসরণ কর।" তিনি ঐ এক আদর্শ প্রচার করিতেছেন—জগতের সকল শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাচার্য্যগণও ঐ এক আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। তাহা এই—ত্যাগ। এই ত্যাগের তাৎপর্য্য কি? ত্যাগের মর্ম্ম এই—নীতি-বিজ্ঞানে নিঃস্বার্থপরতাই একমাত্র আদর্শ। অহংশূন্য হও। পূর্ণ নিঃস্বার্থপরতা বা অহংশূন্যতাই আমাদের একমাত্র আদর্শ। এই সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থপরতার দৃষ্টান্ত এই যে, ডান গালে চড় মারিলে বাঁ গাল ফিরাইয়া দিতে হইবে—যদি কেহ তোমার জামা কাড়িয়া লয়, তাহাকে তোমার চাপকানটিও খুলিয়া দিতে হইবে।

আদর্শকে খাট না করিয়া যতদূর পারা যায়, উত্তমরূপে কার্য্য করিয়া যাইতে হইবে। আর সেই আদর্শ অবস্থা এই,—যে অবস্থায় মানুষের অহংভাব কিছুমাত্র থাকে না, তাহার যখন কোন বস্তুতে

অধিকার থাকে না. তাহার যখন 'আমি' 'আমার' বলিবার কিছু থাকে না, সে যখন সম্পূর্ণরূপে আত্মবিসর্জন করে. যেন নিজেকে মারিয়া ফেলে। আর এইরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তির ভিতর স্বয়ং ঈশ্বর বিরাজমান। কারণ তাহার ভিতর হইতে অহং-বাসনা একেবারে চলিয়া গিয়াছে, নষ্ট হইয়াছে, একেবারে নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে। আমরা এখনও সেই আদর্শে পঁহুছিতে পারিতেছি না, তথাপি আমাদিগকে ঐ আদর্শের উপাসনা করিতে হইবে এবং ধীরে ধীরে ঐ আদর্শে পঁহুছিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে, যদিও উহাতে আমাদিগকে স্খলিতপদে অগ্রসর হইতে হয়। কল্যই হউক আর সহস্র বর্ষ পরেই হউক, ঐ আদর্শ অবস্থায় পঁহুছিতেই হইবে। কারণ, উহা শুধু আমাদের লক্ষ্য নহে, উহা উপায়ও বটে। নিঃস্বার্থপরতা, সম্পূর্ণভাবে অহংশূন্যতাই সাক্ষাৎ মুক্তিস্বরূপ ; কারণ, অহং ত্যাগ হইলে ভিতরের মানুষ মরিয়া যায়, একমাত্র ঈশ্বরই অবশিষ্ট থাকেন।

আর এক কথা। দেখিতে পাওয়া যায় মানবজাতির সকল ধর্ম্মাচার্য্যগণই সম্পূর্ণরূপে স্বার্থশূন্য। মনে করুন, নাজারেথবাসী যীশু উপদেশ দিতেছেন ; কোন ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে বলিল— "আপনি যাহা উপদেশ করিতেছেন, তাহা অতি সুন্দর : আমি বিশ্বাস করি, ইহাই পূর্ণতালাভের উপায়, আর আমি উহার অনুসরণ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু আমি আপনাকে ঈশ্বরের একমাত্র উৎপন্ন পুত্র বলিয়া উপাসনা করিতে পারিব না"—তাহা হইলে সেই নাজারেথবাসী যীশু কি উত্তর দিবেন, মনে করেন? তিনি নিশ্চিত উত্তর দিবেন,—"বেশ ভাই, তুমি আদর্শের অনুসরণ কর এবং নিজের ভাবে উহার দিকে অগ্রসর হও। তুমি ঐ উপদেশের

জন্য আমাকে প্রশংসা কর না কর, তাহাতে আমার কিছু আসিয়া যায় না। আমি ত দোকানদার নহি—আমি ধর্ম্ম লইয়া ব্যবসা করিতেছি না। আমি কেবল সত্য শিক্ষা দিয়া থাকি, আর সত্য কোন ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নহে। সত্যকে একচেটিয়া করিবার কাহারও অধিকার নাই। সত্য স্বয়ং ঈশ্বরস্বরূপ। তুমি নিজ পথে অগ্রসর হইয়া চল।" কিন্তু শিষ্যেরা এক্ষণে কি বলেন?—তাঁহারা বলেন—"তোমরা তাঁহার উপদেশের অনুসরণ কর না কর উপদেষ্টাকে যথাযথ সম্মান দিতেছ কি না? যদি উপদেষ্টার—আচার্য্যের সম্মান কর, তবেই তুমি উদ্ধার হইবে; নতুবা তোমার মুক্তি নাই।" এইরূপে এই আচার্য্যবরের সমুদয় উপদেশই বিগড়াইয়া গিয়াছে। এখন দাঁড়াইয়াছে—কেবল উপদেষ্টা মানুষটাকে লইয়া বিবাদ। তাহারা জানে না যে, এইরূপে উপদেশের অনুসরণ ছাড়িয়া দিয়া, উপদেষ্টার নাম লইয়া টানাটানি করাতে তাহারা যে ব্যক্তিকে সম্মান করিতে চাহিতেছে, একভাবে তাঁহাকেই অপমান করিতেছে—ঐরূপে তাঁহার উপদেশ ভুলিয়া তাঁহাকে সম্মান করিতে গেলে তিনি নিজেই লজ্জায় মহা সঙ্কুচিত হইতেন। জগতের কোন ব্যক্তি তাঁহাকে মনে রাখিল না রাখিল, ইহাতে তাঁহার কি আসিয়া যায়? তাঁহার জগতের নিকট একটি বার্ত্তা—একটি সুসমাচার বহন করিবার ছিল—তিনি তাহা বহন করিয়াই নিশ্চিন্ত। বিশ সহস্র জীবন পাইলেও তিনি তাহা জগতের দরিদ্রতম ব্যক্তির জন্য প্রদানে প্রস্তুত ছিলেন। যদি লক্ষ লক্ষ ঘৃণিত সামারিয়াবাসীর জন্য লক্ষ লক্ষ বার তাঁহাকে যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত, এবং তাহাদের প্রত্যেকের জন্য তাঁহার নিজ জীবনবলিই যদি তাহাদের মুক্তির

একমাত্র উপায় হইত, তবে তিনি অনায়াসে তাঁহার জীবন বলি দিতেই প্রস্তুত থাকিতেন। এ সকলই তিনি করিতেন—ইহাতে এক ব্যক্তির নিকটও তাঁহার নিজ নাম জানাইবার ইচ্ছা হইত না। স্বয়ং প্রভু ভগবান্ যেভাবে কার্য্য করেন, তিনিও সেইভাবে ধীর স্থির নীরব অজ্ঞাতভাবে কার্য্য করিয়া যাইতেন। তাঁহার শিষ্যেরা এক্ষণে কি বলেন?—তাঁহারা বলেন,—তোমরা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ও সর্ব্বদোষবর্জ্জিত হইতে পার, কিন্তু তোমরা যদি আমাদের আচার্য্যকে—আমাদের মহাপুরুষকে যথোপযুক্ত সম্মান না দাও, তাহা হইলে উহাতে কোন ফল নাই। কেন? এই কুসংস্কার—এই ভ্রমের উৎপত্তি কোথা হইতে? এই ভ্রমের একমাত্র কারণ এই যে, যীশুখ্রীষ্টের শিষ্যগণ মনে করেন,—ভগবান্ একবার মাত্রই আবির্ভূত হইতে সমর্থ। ঈশ্বর তোমার নিকট মানবরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু সমগ্র প্রকৃতিতে যাহা একবার ঘটিয়াছে, তাহা নিশ্চিত অতীতকালে বহুবার সংঘটিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও নিশ্চিত ঘটিবে। প্রকৃতিতে এমন কিছু নাই, যাহা নিয়মাধীন নহে; আর নিয়মাধীন হওয়ার অর্থ এই যে, যাহা একবার ঘটিয়াছে তাহা চিরদিনই ঘটিয়া আসিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটিতে থাকিবে।

ভারতেও এই অবতারবাদ রহিয়াছে। ভারতীয় অবতারশ্রেষ্ঠ-গণের অন্যতম, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ (যাঁহার ভগবদ্গীতারূপ অপূর্ব্ব উপদেশ-মালা আপনারা অনেকে পাঠ করিয়া থাকিবেন) বলিতেছেন—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥

ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥—গীতা, ৪, ৬—৮

অর্থাৎ, যদিও আমি জন্মরহিত, অক্ষয়স্বভাব এবং ভূতসমূহের ঈশ্বর, তথাপি আমি নিজ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া, নিজ মায়ায় জন্মগ্রহণ করি। হে অর্জ্জুন, যখনই যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই তখনই আমি আপনাকে সৃষ্টি করিয়া থাকি। সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি।

যখনই জগতের অবনতিদশা সংঘটিত হয়, তখনই ভগবান্ উহাকে সাহায্য করিবার জন্য আসিয়া থাকেন। এইরূপে তিনি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন যুগে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। আর এক স্থানে তিনি এই ভাবের কথা বলিয়াছেন—যখনই দেখিবে, কোন মহাশক্তিসম্পন্ন পবিত্রস্বভাব মহাত্মা মানবজাতির উন্নতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন, জানিও, তিনি আমারই তেজঃসম্ভূত, আমি তাঁহার মধ্য দিয়া কার্য্য করিতেছি।*

অতএব আসুন, আমরা শুধু নাজারেথবাসী যীশুর ভিতর ভগবান্‌কে দর্শন না করিয়া তাঁহার পূর্ব্বে যে সকল মহাপুরুষ হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার পরে যাঁহারা আসিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও যাঁহারা আসিবেন, সেই সকলেরই ভিতর ঈশ্বর দর্শন করি।

---

* যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥ গীতা, ১০, ৪১

আমাদের উপাসনা যেন সীমাবদ্ধ না হয়। সকলেই সেই এক অনন্ত ঈশ্বরেরই বিভিন্ন অভিব্যক্তিমাত্র। তাঁহারা সকলেই পবিত্রাত্মা ও স্বার্থগন্ধহীন। তাঁহারা সকলেই এই দুর্ব্বল মানবজাতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন এবং জীবন দিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই আমাদের সকলের জন্য, এমন কি, ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের জন্য পর্য্যন্ত সকলের পাপ গ্রহণ করিয়া নিজেরা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গিয়াছেন।

এক হিসাবে, আপনারা সকলেই অবতার—সকলেই নিজ নিজ স্কন্ধে জগতের ভার বহন করিতেছেন। আপনারা কি কখনও এমন নরনারী দেখিয়াছেন, যাহাকে শান্তভাবে ও সহিষ্ণুতার সহিত নিজ জীবনভার বহন করিতে না হয়? বড় বড় অবতারগণ অবশ্য আমাদের তুলনায় অনেক বড় ছিলেন—সুতরাং তাঁহারা তাঁহাদের স্কন্ধে প্রকাণ্ড জগতের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের তুলনায় আমরা অতি ক্ষুদ্র, সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরাও সেই একই কর্ম্ম করিতেছি—আমাদের ক্ষুদ্র বৃত্তের মধ্যে, আমাদের ক্ষুদ্র গৃহে আমরা আমাদের সুখদুঃখরাজি বহন করিয়া চলিয়াছি। এমন মন্দপ্রকৃতি, এমন অপদার্থ কেহ নাই, যাহাকে নিজ নিজ ভার কিছু না কিছু বহন করিতে হয়। আমাদের ভুল ভ্রান্তি যতই থাকুক, আমাদের মন্দ চিন্তা ও মন্দ কর্ম্মের পরিমাণ যতই হউক, আমাদের চরিত্রের কোন না কোনখানে এমন এক উজ্জ্বল অংশ আছে, কোন না কোনখানে এমন এক সুবর্ণসূত্র আছে, যদ্দ্বারা আমরা সর্ব্বদা সেই ভগবানের সহিত সংযুক্ত। কারণ, নিশ্চিত জানিবেন, যে মুহূর্ত্তে ভগবানের সহিত আমাদের এই সংযোগ নষ্ট হইবে সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। আর যেহেতু কাহারও কখনও সম্পূর্ণ বিনাশ

হইতে পারে না, সেইহেতু আমরা যতই হীন ও অবনত হই না কেন, আমাদের অন্তরের অন্তরতম স্থানের কোন না কোন গুপ্ত প্রদেশে এমন একটি ক্ষুদ্র জ্যোতির্ম্ময় বৃত্ত রহিয়াছে, যাহার সহিত ভগবানের নিত্য যোগ রহিয়াছে।

বিভিন্নদেশীয়, বিভিন্নজাতীয় ও বিভিন্নমতাবলম্বী যে সকল অবতারগণের জীবন ও শিক্ষা আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছি, তাঁহাদিগকে প্রণাম; বিভিন্নজাতীয় যে সকল দেবতুল্য নরনারী মানবজাতির কল্যাণের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে প্রণাম। জীবন্ত ঈশ্বরস্বরূপ যাঁহারা আমাদের ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের কল্যাণের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কার্য্য করিতে ভবিষ্যতে অবতীর্ণ হইবেন, তাঁহাদিগকে প্রণাম।